রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ১৪, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ০৮ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং ৩১৬-আইন/২০২৫।—বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উক্ত আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম।**—(১) এই বিধিমালা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স এবং সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন);

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(গ) "পরিবার" অর্থ স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, নির্ভরশীল পুত্র-কন্যা এবং সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন;

(ঘ) "ফরম" অর্থ তফসিল-২ ও তফসিল-৩ এ বর্ণিত কোনো ফরম;

(ঙ) "ব্যুরো" অর্থ Ministry of Health Population Control and Labour এর স্মারক নম্বর VIII/E-4/76/296, তারিখ: ০৩-০৪-১৯৭৬ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

মূল্য : টাকা ৩০.০০

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;

(ছ) "সাব-এজেন্ট" বা "প্রতিনিধি" অর্থ এইরূপ কোনো নিবন্ধিত ব্যক্তি যিনি কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য উক্ত এজেন্টের চাহিদা অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ করেন; এবং

(জ) "সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি" অর্থ বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত লাইসেন্স প্রদানে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন।**—(১) রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে আগ্রহী কোনো ব্যক্তি, আইনের ধারা ১০ এর বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) লাইসেন্সের জন্য, তফসিল-১ এ উল্লিখিত আবেদন ফি'সহ তফসিল-২ এর ফরম-১ এ উল্লিখিত তথ্য ও কাগজাদি সংযুক্ত করিয়া উক্ত ফরম অনুযায়ী, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির শর্তানুসারে, যদি থাকে, মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনের সহিত তফসিল-২ এর ফরম-৪ অনুযায়ী ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে।

৪। **লাইসেন্স প্রদান।**—(১) মহাপরিচালক, বিধি ৩ এর অধীন কোনো আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলি এবং সংযুক্ত কাগজাদির যথার্থতা সম্পর্কে অনুসন্ধানপূর্বক, অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, তাহার সুনির্দিষ্ট মতামতসহ উক্ত আবেদনপত্র সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন মহাপরিচালকের নিকট হইতে মতামত প্রাপ্তির পর সরকার, সংশ্লিষ্ট আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য, উহা সুপারিশ প্রণয়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদন যাচাই-বাছাই এবং, প্রয়োজনে, আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক সরকারের নিকট উহার সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত সুপারিশে সন্তুষ্ট হইলে সরকার নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের আবেদন মঞ্জুর করিবে, যথা:—

(ক) রিক্রুটিং এজেন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে অন্যূন ১০০ (একশত) জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহার মধ্যে অন্যূন ২০ (বিশ) জন কর্মীকে সত্যায়িত চাহিদাপত্রের বিপরীতে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাক, যেমন- মহামারী, অতিমারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সরকার উক্ত শর্ত শিথিল করিতে পারিবে;

(গ) নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, রিক্রুটিং এজেন্টকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) রিক্রুটিং এজেন্টকে, আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে অনতিবিলম্বে উহা লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোনো আবেদন মঞ্জুর করা হইলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে মহাপরিচালকের অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স ফি ও জামানত প্রদান করিয়া উহার রসিদ মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৫) আবেদনকারী উপ-বিধি (৪) এর বিধান অনুসারে লাইসেন্স ফি ও জামানতের অর্থ প্রদান করিলে মহাপরিচালক, রসিদ জমাদানের তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে তফসিল-২ এর ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৬) কোনো লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা বিনষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করিয়া ডায়েরির কপি ও তফসিল-১ এ উল্লিখিত ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি প্রদানের প্রমাণকসহ মহাপরিচালক বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং মহাপরিচালক উক্তরূপ আবেদন যাচাইপূর্বক আবেদনকারীর অনুকূলে, অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, একটি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করিবেন।

(৭) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে অভিবাসনে পশ্চাৎপদ জেলায় রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় আগ্রহী ব্যক্তির আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে।

(৮) লাইসেন্স প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে লাইসেন্সের সকল তথ্য ব্যুরোর ওয়েবসাইটে আপলোড করিবার নিমিত্ত এতৎসংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে ব্যুরোকে সরবরাহ করিতে হইবে।

৫। **সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি।**—(১) লাইসেন্সের আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কর্মচারীগণের সমন্বয়ে একটি সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্মসচিব, মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত সচিব বা যুগ্মসচিব, কর্মসংস্থান অনুবিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	-	সদস্য
(ঘ)	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(ঙ)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(চ)	উপসচিব (মনিটরিং/এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব।

(২) সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি, প্রয়োজনে, লাইসেন্সের আবেদন যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত টেকনিক্যাল সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৩) সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিলে নিম্নবর্ণিত বিষয় মূল্যায়ন করিবে, যথা:—

(ক) ভাষাগত দক্ষতা;

(খ) বৈদেশিক যোগাযোগ;

(গ) অভিবাসন বিষয়ে দক্ষতা;

(ঘ) স্বত্বাধিকারী, অংশীদার ও শেয়ারহোল্ডারগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা;

(ঙ) বিপণন দক্ষতা; এবং

(চ) কর্ম পরিকল্পনা।

(৪) সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি লাইসেন্সের আবেদন যাচাই-বাছাইকালে, সংযুক্ত কাগজাদির শুদ্ধতা সাপেক্ষে, আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিবে, যাহা মোট ৫০ (পঞ্চাশ) নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হইবে।

(৫) সরকার, উপ-বিধি (৪) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে।

৬। **লাইসেন্সের আবেদন পুনর্বিবেচনা।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী আবেদন নামঞ্জুর করিবার বিষয়টি অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে বিষয়টি যাচাইপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **লাইসেন্স নবায়ন**।—(১) লাইসেন্স নবায়নের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টকে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার অন্যূন ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস পূর্বে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তফসিল-২ এর ফরম-৩ অনুযায়ী মহাপরিচালক বরাবর আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার আবেদনপত্র দাখিলের সময়সীমা প্রয়োজনে হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট যুক্তিসংগত কোনো কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

(২) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে সত্যায়িত চাহিদাপত্রের বিপরীতে অন্যূন ২০ (বিশ) জনসহ অন্যূন ১০০ (একশত) জন কর্মী প্রেরণ করিতে না পারিলে লাইসেন্স নবায়নযোগ্য হইবে না।

(৩) মহাপরিচালক, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন প্রাপ্তির পর, বিবেচ্য কাগজাদি ও রিক্রুটিং এজেন্টের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কার্যক্রম পর্যালোচনা, ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মী প্লেসমেন্টের প্রমাণক এবং, ক্ষেত্রমত, বিলম্বের কারণ, বিবেচনাক্রমে সন্তুষ্ট হইলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাহার অনুকূলে তফসিল-১ এ উল্লিখিত লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানার অর্থ জমাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৪) আবেদনকারী, উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, লাইসেন্স নবায়ন ফি অথবা, ক্ষেত্রমত, বিলম্ব জরিমানার অর্থ জমা প্রদানপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট উহার রসিদ দাখিল করিলে তিনি উহা যাচাইপূর্বক, রসিদ জমা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে তফসিল-২ এর ফরম-২ অনুযায়ী লাইসেন্স নবায়ন করিবেন, যাহা সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার পরবর্তী দিন হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৫) মহাপরিচালক, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিতে পারিবেন, যদি—

(ক) তিনি অসদাচরণের জন্য দায়ী হন;

(খ) তাহার কার্যসম্পাদনের মান সন্তোষজনক না হয়;

(গ) তাহাকে বিদেশে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো দুষ্কর্ম, প্রতারণা বা অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়;

(ঘ) কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণিত রেকর্ড থাকে;

(ঙ) তাহার লাইসেন্স বাতিল করা হয়;

(চ) তাহার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে কর্মী প্রেরণের পূর্ববর্তী রেকর্ড থাকে;

(ছ) তিনি আইন বা বিধির কোনো বিধান লংঘন করেন;

(জ) কোনো আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার কারণে তাহার লাইসেন্স নবায়নের সুযোগ রহিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিবার পূর্বে রিক্রুটিং এজেন্টকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) মহাপরিচালক, উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোনো লাইসেন্স নবায়নের আবেদন নামঞ্জুর করিলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট উক্তরূপ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করা হইলে বিষয়টি যাচাইপূর্বক যুক্তিযুক্ত প্রতীয়মান হইলে আপিল আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকার উক্ত আপিল মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিতে পারিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। **একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ, লাইসেন্সের নাম বা মর্যাদা পরিবর্তন, শেয়ার বিক্রয়, হস্তান্তর, সমর্পণ, ইত্যাদি**।—(১) কোনো ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট একই সঙ্গে একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ বা একাধিক লাইসেন্সের অংশ বা শেয়ার গ্রহণ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডারগণের পরিবারের সদস্যবৃন্দ আইনের বিধান অনুসরণ ও নিম্নবর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) রিক্রুটিং এজেন্টের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল না হইলে;

(খ) প্রস্তাবিত অফিসের ঠিকানা একই পরিবারের অন্য সদস্যের রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসের ঠিকানা হইতে পৃথক হোল্ডিং-এ অবস্থিত হইলে;

(গ) আবেদনকারীর সম্পূর্ণ নিজস্ব আয়ের উৎস থাকিলে;

(ঘ) নিজস্ব ট্রেড লাইসেন্স থাকিলে; এবং

(ঙ) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জনবল থাকিলে এবং উক্ত জনবল পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের রিক্রুটিং এজেন্সিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী না হইলে।

(২) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে,—

(ক) স্বত্বাধিকারী রিক্রুটিং এজেন্সির প্রকৃতি (status) পরিবর্তন করিয়া অংশীদারি কারবার কোম্পানিতে রূপান্তর অনুমোদন করা যাইবে, তবে উক্তক্ষেত্রে রূপান্তরিত কোম্পানির মূল মালিকের অন্যূন ৫১% অংশীদারিত্ব বা শেয়ার থাকিতে হইবে;

(খ) অংশীদারি রিক্রুটিং এজেন্সির মর্যাদা পরিবর্তন করিয়া কোম্পানিতে রূপান্তর অনুমোদন করা যাইবে, তবে উক্তক্ষেত্রে রূপান্তরিত কোম্পানির অংশীদারগণের অন্যূন ৫১% শেয়ার থাকিতে হইবে; এবং

(গ) কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির স্বত্বাধিকারী মৃত্যুবরণ করিলে আদালতের উত্তরাধিকার সনদ (Succession Certificate) এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, Power of Attorney বা অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে তাহার উত্তরাধিকারীগণ লাইসেন্সের মালিকানা দাবি করিতে পারিবেন, তবে উক্তক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্টের পূর্ববর্তী সকল দায়-দেনা উত্তরাধিকারগণের ওপর বর্তাইবে।

(৩) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট কোম্পানি, সংস্থা, অংশীদারি কারবার, সমবায় সমিতি বা অন্য কোনো আইনগত সত্তা হইলে উহার কোনো অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য তাহার অংশ বা শেয়ার সরকারের অনুমোদন ব্যতীত হস্তান্তর করিতে পারিবেন না।

(৪) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট কোম্পানির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালনা পর্ষদের কোনো পরিচালকের পদত্যাগ বা অপসারণ কার্যকর করা যাইবে না।

(৫) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স সমর্পণ করিলে বা তাহার মৃত্যু হইলে, সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ সর্বসম্মতিক্রমে, মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট জামানত ফেরত গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট সরকারের কোনো পাওনা বা অন্য কোনো দায় থাকিলে তাহা কর্তনের পর সরকার জামানতের অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, ফেরত প্রদান করিবে।

(৭) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট স্ব-উদ্যোগে তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের কোনো অংশ পরিবর্তন করিতে পারিবেন না।

(৮) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার প্রতিষ্ঠানের নাম বা নামের কোনো অংশ পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে, মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৯) কোনো রিক্রুটিং এজেন্সির শেয়ারহোল্ডার অনিবাসী বাংলাদেশি বা বিদেশি নাগরিক হইলে, সেইক্ষেত্রে আবেদনকারীকে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র বা অনাপত্তিপত্র দাখিল করিতে হইবে।

৯। **শাখা অফিস**।—(১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৪ এর বিধান অনুযায়ী এক বা একাধিক শাখা অফিস পরিচালনায় আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

১০। **ব্যবসায়িক বা শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন**।—(১) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান অনুযায়ী উহার ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তন করিতে আগ্রহী হইলে তাহাকে মহাপরিচালকের মাধ্যমে সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক, প্রয়োজনীয় যাচাই ও অনুসন্ধানপূর্বক, অনধিক ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট আবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত মতামত সরকারের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে সরকার মহাপরিচালকের মতামত প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর বিধান অনুযায়ী কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের ব্যবসায়িক ঠিকানা বা অনুমোদিত শাখা অফিসের ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে তাহাকে বিদ্যমান ঠিকানা এবং পরিবর্তিত ঠিকানা বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতঃ উক্ত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সরকার ও ব্যুরোর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১১। **রিক্রুটিং এজেন্টের দায়িত্ব ও আচরণ**।—(১) প্রত্যেক রিক্রুটিং এজেন্ট—

(ক) আইন, বিধি ও সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ এবং লাইসেন্সের শর্তাবলি মানিয়া চলিবেন;

(খ) একটি নিয়মিত অফিস বা অনুমোদিত শাখা চালু রাখিবেন, যাহার সম্মুখভাগে অফিসের নাম, ঠিকানা ও লাইসেন্স নম্বর সংবলিত সাইনবোর্ড থাকিবে;

(গ) উহার কার্যালয়ে বা শাখা অফিসে অভিবাসনে ইচ্ছুক কর্মীগণের তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা রাখিবেন এবং যে দেশের জন্য কর্মী সংগ্রহ করা হইতেছে, সেই দেশের জন্য নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় এবং প্রেরিতব্য কর্মীর মাসিক বেতনসহ অন্যান্য সুবিধাদি লিখিত আকারে প্রদর্শিত রাখিবেন;

(ঘ) উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাহার নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করিবেন;

(ঙ) আইন ও বিধি মোতাবেক সরকার বা, ক্ষেত্রমত, ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত যে কোনো তদন্ত কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান করিবেন;

(চ) বিদেশে প্রেরিত কর্মীগণের নাম, ঠিকানা, গন্তব্য দেশ, নিয়োগকারীর ঠিকানাসহ একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত তথ্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে নিয়মিত হালনাগাদ করিবেন;

(ছ) নিবন্ধিত সাব-এজেন্টদের তালিকা নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিবেন; এবং

(জ) নিবন্ধিত সাব-এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মী সংগ্রহ করিবেন না, তবে ব্যুরোর ডাটাবেইজ হইতে অথবা নিজস্ব উদ্যোগে কর্মী সংগ্রহ করা যাইবে।

(২) চাহিদাপত্র সংগ্রহের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অনুসরণ করিবেন, যথা:—

(ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত অনৈতিক প্রতিযোগিতা পরিহার করিবেন;

(খ) যেক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকারী বাংলাদেশস্থ কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের কার্য সম্পাদনে সন্তুষ্ট না হইয়া তদস্থলে অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টকে নিয়োজিত করিতে চাহেন, সেইক্ষেত্রে কর্মীগণের অভিবাসন ব্যয়, যাতায়াত খরচ, বেতন ও প্রান্তিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত শর্তাদির নিম্ন পর্যায়ের শর্তাদি গ্রহণ করিবেন না;

(গ) কর্মীগণের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বেতন ও চাকরির শর্তাবলির নিম্নতর বেতন ও চাকরির শর্তাবলি গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) নিয়োগকারীর সহিত এইরূপ কোনো মৌখিক বা লিখিত সমঝোতা করিবেন না, যাহাতে বেতন এবং অন্যান্য শর্তাবলির ক্ষেত্রে কর্মীগণ অসুবিধার সম্মুখীন হন;

(ঙ) বেআইনি কার্যকলাপ, জাল ভিসা সংগ্রহ ও দলগত ভিসা ভাঙানোসহ ভ্রমণ, অধ্যয়ন বা ওমরাহ ভিসাকে বৈদেশিক চাকরির জন্য ব্যবহার সংক্রান্ত কাজের সহিত জড়িত হইবেন না, অথবা কোনো ব্যক্তিকে উক্তরূপ কোনো কাজে সহায়তা প্রদান করিবেন না;

(চ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে বিদেশিদের সহিত কাজ করিবার সময় জাতীয় আদর্শ সমুন্নত রাখিবেন এবং জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করিবেন; এবং

(ছ) অভিবাসী কর্মীগণের জন্য চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগকারীর সহিত চুক্তি সম্পাদন করিবেন এবং চুক্তির শর্ত আক্ষরিক ও নীতিগতভাবে মানিয়া চলিবেন।

(৩) কর্মী নির্বাচনের সময় রিক্রুটিং এজেন্টগণ নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রতিপালন করিবেন, যথা:—

(ক) সরকার বা ব্যুরোর অনুমতিক্রমে বুলেটিন বোর্ড, ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন বা অন্য যে কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে কর্মীগণকে কর্মের অবস্থান, স্তর, বেতন ও সুবিধাসহ অন্যান্য শর্তাবলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করিবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম বয়সের কম বয়সী কোনো কর্মী নির্বাচন করিবেন না;

(গ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কারিগরিভাবে দক্ষ ও শারীরিকভাবে যোগ্য কর্মী নির্বাচন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে অন্যূন শতকরা ১০ (দশ) ভাগ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বা সমমানের লেভেলধারী কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(ঘ) ব্যুরোর ডাটাবেইজ হইতে কর্মী নির্বাচন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ডাটাবেইজ হইতে উপযুক্ত কর্মী পাওয়া না গেলে আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(ঙ) নির্বাচিত কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টার বা হাসপাতাল হইতে সম্পন্ন করা হইয়াছে কি না এবং কারিগরি ও ভোকেশনাল যোগ্যতা, ডকুমেন্টেশন ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে কি না তাহা নিশ্চিত করিবেন;

(চ) ব্যুরো হইতে বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের পূর্বেই অভিবাসী কর্মীকে চুক্তির বাংলায় অনূদিত কপিসহ চুক্তির মূল কপি প্রদানপূর্বক উহার সকল অনুচ্ছেদ বোধগম্যভাবে অবহিত করিবেন;

(ছ) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত কর্মীগণের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ ও ব্রিফিং প্রদান নিশ্চিত করিবেন;

(জ) কর্মীগণের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়ের অতিরিক্ত কোনো অর্থ আদায় বা দাবি করিবেন না, অভিবাসন ব্যয় বাবদ গৃহীত অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেল বা রসিদের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) প্রতিকূল কর্মপরিবেশ বা নিরাপত্তা ঝুঁকি রহিয়াছে এমন কোনো দেশ বা স্থান বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মী নিয়োগ করিবেন না; এবং

(ঞ) নারী কর্মীগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ চাহিদা, নিরাপত্তা ও সংবেদনশীলতা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৪) রিক্রুটিং এজেন্টগণ বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীর প্রতি যে কোনো ধরনের নির্যাতন, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং এতৎবিষয়ক কোনো ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইলে বা অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে অনতিবিলম্বে উহার প্রতিকার নিশ্চিত করিবেন।

(৫) রিক্রুটিং এজেন্টগণ আইনের ধারা ৪১ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ বা সালিশের সিদ্ধান্ত প্রতিপালন করিবেন।

(৬) এই বিধিমালায় বর্ণিত হয় নাই এইরূপ কোনো বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্টগণ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা জারীকৃত নির্দেশনা মানিয়া চলিবেন।

১২। **সমিতি বা সংঘ গঠন**।—রিক্রুটিং এজেন্টগণ বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ (২০২২ সনের ০৯ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী সমিতি বা সংঘ গঠন করিতে পারিবেন।

১৩। **লাইসেন্স ফি, জামানত, নবায়ন ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান**।—তফসিল-১ এ উল্লিখিত, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি এবং ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি ব্যুরো কর্তৃক নির্ধারিত হিসাবে বা খাতে জমা করিতে হইবে।

১৪। **রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নির্বাচন**।—(১) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিমিত্ত অভিবাসন প্রত্যাশী যে কোনো ব্যক্তির নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে রিক্রুটিং এজেন্ট, অভিবাসী কর্মী সংগ্রহের সুবিধার্থে, দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো এলাকায় কিংবা গন্তব্য-দেশে, এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, এক বা একাধিক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশে অবস্থানকারী কোনো ব্যক্তিকে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন অথবা কোনো দেশে বাংলাদেশের মিশন না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো দেশে অবস্থিত সমবর্তী স্বীকৃত (concurrently accredited) বাংলাদেশ মিশন হইতে উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্ট এবং সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ও বৈধ চুক্তি থাকিতে হইবে, যাহার দ্বারা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অভিবাসী কর্মীকে সেবা প্রদানের কার্যপরিধি, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব, নিয়োগ ও চুক্তি অবসান এবং সেবামূল্য প্রদান সংক্রান্ত শর্ত নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হইতে পারিবেন না।

(৩) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি কর্তৃক অভিবাসন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট ও সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি, ক্ষেত্রমত, এককভাবে বা যৌথভাবে দায়ী থাকিবেন।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট অপর কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট-কে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৫) কোনো কারণে কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে অভিবাসী কর্মী সংগ্রহ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বা অভিবাসন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখিতে হইবে।

(৬) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য ব্যতীত ভ্রমণ, অধ্যয়ন বা ওমরাহসহ অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য বা সহযোগিতা প্রদান করিতে পারিবেন না, এবং রিক্রুটিং এজেন্টও তাহার নিকট অনুরূপ সহযোগিতা যাচনা করিতে পারিবেন না।

(৭) প্রত্যেক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে, অভিবাসন প্রত্যাশী কর্মীগণের সুবিধার্থে, নিজস্ব অফিস পরিচালনা করিতে হইবে এবং উক্ত অফিসের বাহিরে নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তাহার নাম, নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ;

(খ) রিক্রুটিং এজেন্টের নাম ও লাইসেন্স নম্বর;

(গ) তাহার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা; এবং

(ঘ) তাহার মোবাইল ও টেলিফোন নম্বর।

(৮) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে তাহার অফিসের অভ্যন্তরে দৃষ্টিগোচর স্থানে তাহার নিবন্ধন সনদ প্রদর্শন করিতে হইবে।

১৫। **নিবন্ধন প্রাপ্তির যোগ্যতা**।—কোনো ব্যক্তি সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধন প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রকৃতিস্থ হন;

(গ) অন্যূন মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হন;

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন এবং উক্ত দেউলিয়াত্বের অবসান না হয়;

(ঙ) মানব পাচার, অবৈধ অভিবাসন, অর্থ পাচার, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ অথবা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হন;

(চ) নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং উক্তরূপ দণ্ডভোগের পর অন্যূন ২ (দুই) বৎসর সময় অতিবাহিত না হইয়া থাকে; এবং

(ছ) জবরদস্তিমূলক শ্রমের সহিত জড়িত থাকেন।

১৬। **নিবন্ধনের জন্য আবেদন**।—(১) কোনো ব্যক্তিকে তাহার সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করিতে হইলে রিক্রুটিং এজেন্টকে উক্ত ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত তথ্য ও কাগজাদিসহ তফসিল-৩ এর ফরম-১ অনুযায়ী মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর;

(খ) আর্থিক সচ্ছলতার স্বপক্ষে যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের প্রত্যয়ন এবং বিগত ১ (এক) বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(গ) পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র;

(ঘ) আয়কর নিবন্ধন সনদ;

(ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদ;

(চ) তফসিল-৩ এর ফরম-২ অনুযায়ী ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা;

(ছ) রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগের শর্তাদি পূরণসহ বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চুক্তির কপি; এবং

(জ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সনদ বা লাইসেন্স।

(২) একই সঙ্গে এক বা একাধিক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আবেদন করিতে হইবে।

১৭। **নিবন্ধন প্রদান প্রক্রিয়া**।—(১) বিধি ১৬ এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধন সংক্রান্ত আবেদন এবং উহার সহিত সংযুক্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবেন এবং আবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি ও সংযুক্ত কাগজপত্র যথাযথ বিবেচিত হইলে, আবেদন প্রাপ্তির অনধিক ২২ (বাইশ) কার্যদিবসের মধ্যে, মহাপরিচালক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর করিবেন অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক উহা নামঞ্জুর করিবেন।

(২) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুর হইলে ব্যুরো সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির অনুকূলে একটি নিবন্ধন সনদ ইস্যু করতঃ উহার একটি কপি রিক্রুটিং এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) নিবন্ধনের আবেদন মঞ্জুরের তারিখ হইতে বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চুক্তি কার্যকর হইবে।

(৪) ব্যুরো বা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির তথ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইটে সন্নিবেশ করিবে এবং নূতন সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই উহা হালনাগাদ করিবে।

১৮। **নিবন্ধনের আবেদন পুনর্বিবেচনা**।—(১) বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগের কোনো আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত রিক্রুটিং এজেন্ট বিষয়টি অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা পুনর্বিবেচনার জন্য মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো আবেদন করা হইলে, বিষয়টি যাচাইপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট আবেদন মঞ্জুর করিবেন অথবা লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক সরকারকে অবহিত রাখিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন, এবং এইরূপ প্রত্যাখ্যান চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯। **নিবন্ধনের মেয়াদ**।—(১) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন, রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্সের মেয়াদ সাপেক্ষে, বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চুক্তি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(২) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(৩) কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি তাহার অধীনে কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

২০। **জামানত প্রদান**।—(১) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পে-অর্ডারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে, রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে, রিক্রুটিং এজেন্টের অনুকূলে ৩ (তিন) লক্ষ টাকার জামানত প্রদান করিতে হইবে।

(২) রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অবসান হইলে রিক্রুটিং এজেন্ট উপ-বিধি (১) এর অধীন জমাকৃত জামানত সাব-এজেন্টকে ফেরত প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্মী অভিবাসনে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্টের কোনো অনিয়ম প্রমাণিত হইলে উক্ত জামানতের অর্থ হইতে সংশ্লিষ্ট অভিবাসী কর্মীকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

২১। **নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত বা বাতিলকরণ**।—(১) মহাপরিচালক নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে, উপযুক্ত তদন্ত ও শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) মিথ্যা তথ্য অথবা প্রতারণার মাধ্যমে নিবন্ধন গ্রহণ করিলে;

(খ) নিবন্ধনের কোনো শর্ত ভঙ্গ করিলে;

(গ) আইন, বিধি বা সাব-এজেন্টের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে;

(ঘ) কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হইলে;

(ঙ) বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নিয়োগ বা নির্বাচন করিলে; অথবা

(চ) কোনো অভিবাসী কর্মী বা তাহার নিকটাত্মীয় কিংবা তাহার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী কর্তৃক দাখিলকৃত অভিবাসন সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির বিরুদ্ধে আনীত বা প্রাপ্ত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক, তদন্ত ও শুনানি ব্যতিরেকে কিংবা উহা চলাকালীন যে কোনো সময়, সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন স্থগিত করিতে পারিবে।

(৩) কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন সাময়িক স্থগিত বা বাতিল হইলে তিনি অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন না।

(৪) কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত বা বাতিল হইলে তাহার অধীন চুক্তিবদ্ধ সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধনও, ক্ষেত্রমত, স্থগিত বা বাতিল হইবে, তবে সেইক্ষেত্রে তিনি অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিল হইলে তাহার ইতিপূর্বের কৃতকর্মের কোনো দায়-দায়িত্ব হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিবেন না।

(৬) কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত অথবা রিক্রুটিং এজেন্ট কোনো সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করিলে সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট উক্ত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিলের জন্য বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং মহাপরিচালক সে মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিল করিবেন, এবং উক্তরূপে কোনো নিবন্ধন বাতিল করা হইলে সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি ইতিপূর্বের কৃতকর্মের কোনো দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন না।

(৭) ব্যুরো বা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিবন্ধন বাতিল সংক্রান্ত তথ্য স্ব স্ব ওয়েবসাইটে নিবন্ধন বাতিলের সঙ্গে সঙ্গেই হালনাগাদ করিবে।

২২। **নিবন্ধিত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির প্রশিক্ষণ**।—সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের পর ব্যুরো বা জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস অথবা রিক্রুটিং এজেন্ট সংশ্লিষ্ট সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৩। **সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির দায়িত্ব ও আচরণ**।—প্রত্যেক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি—

(ক) আইন, বিধি এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ, এবং বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলি মানিয়া চলিবেন;

(খ) তাহার মাধ্যমে বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীগণের বিদেশ গমন সংক্রান্ত তথ্য, বিদেশে গমনকৃত কর্মীগণের নাম, ঠিকানা, গন্তব্য দেশ, নিয়োগকারীর ঠিকানা, এবং সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির আরএল নম্বরসহ ঠিকানা ও তথ্য সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) বিদেশে গমনেচ্ছু কর্মীগণের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হইতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করিবেন;

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সসীমার বাহিরে কোনো কর্মী নির্বাচন করিবেন না;

(ঙ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য রিক্রুটিং এজেন্টের চাহিদা অনুযায়ী শারীরিকভাবে যোগ্য ও কারিগরিভাবে দক্ষ কর্মী নির্বাচন করিবেন;

(চ) আইন বা বিধি মোতাবেক সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত যে কোনো তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, তথ্য প্রদান করিবেন;

(ছ) বিদেশে কর্মরত কোনো কর্মী সমস্যাগ্রস্ত হইলে বা মৃত্যুবরণ করিলে, প্রয়োজনে, কর্মীর পরিবারের সহিত যোগাযোগ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(জ) কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একাধিক রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত অনৈতিক প্রতিযোগিতা পরিহার করিবেন;

(ঝ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ও আগাম ধারণাগত কোনো তথ্য প্রদান বা প্রচার করিবেন না;

(ঞ) অভিবাসন প্রত্যাশীর লিখিত সম্মতি ছাড়া তাহার পাসপোর্ট নিজ দখলে রাখিতে পারিবেন না; এবং

(ট) রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক অবহিত হইয়া অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্মীগণকে কর্মের অবস্থান, আবাসন সুবিধা, চুক্তির মেয়াদ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ওভারটাইম সুযোগ, বেতন ও অন্যান্য সুবিধাসহ চাকরির শর্তাবলি সংক্রান্ত বৈদেশিক নিয়োগকর্তার সহিত কর্মীর সম্পাদিত চুক্তির বাংলায় অনূদিত কপি সরবরাহ এবং উহার সকল অনুচ্ছেদ বোধগম্যভাবে অবহিত করিবেন।

২৪। **অভিযোগ তদন্ত**।—(১) বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন মামলা দায়েরের অধিকারকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, কোনো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্ট, সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি বা সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণা, অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ বা বৈদেশিক কর্মসংস্থান চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ে সরাসরি লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরকার, ব্যুরো কিংবা উহার অধীনস্ত দপ্তরসমূহে অথবা, ক্ষেত্রমত, গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে, সরকার সরাসরি কিংবা ব্যুরো বা বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে উহা তদন্ত করিবে।

(৩) ব্যুরো উপ-বিধি (১) বা, ক্ষেত্রমত, (২) এর অধীন কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিবে এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিষয়টির উপর উহার মতামতসহ সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবে, তবে সাব-এজেন্টের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তদন্ত শেষ হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৬৫ (পঁয়ষট্টি) কার্যদিবসের মধ্যে, সরকার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা, সরাসরি বা সালিশের মাধ্যমে, উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করিবে।

(৫) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হইলে বা অভিযোগ তদন্তকালে অভিযোগকারী, রিক্রুটিং এজেন্ট, সাব-এজেন্ট বা উভয় পক্ষ বা এককভাবে আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে, ক্ষেত্রমত, সরকার বা ব্যুরো বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মধ্যস্থতা বা সালিশের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ মধ্যস্থতা বা সালিশ, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন অন্য কোনো আইনি প্রতিকার লাভের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

২৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ**।—(১) এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই বিধিমালা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

২৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স এবং সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ (এস.আর.ও. নং ২৩-আইন/২০২৫; তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৪ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) এতদ্দ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন,—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত বা সূচিত কোনো কার্য, এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সময়, অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) কোনো রিক্রুটিং এজেন্টকে প্রদত্ত লাইসেন্স উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

তফসিল-১

[বিধি ৩(২), ৪(৪), ৪(৬), ৭(১), ৭(৩) ও ১৩ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি

টেবিল

ক্রমিক নং	**ফি, ইত্যাদির বিবরণ**	**পরিমাণ (টাকায়) (সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট/কর ব্যতীত)**	**জমা প্রদানের মাধ্যম**
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি	৫ (পাঁচ) হাজার	পে-অর্ডার
২।	লাইসেন্স ফি	৩ (তিন) লক্ষ	পে-অর্ডার
৩।	জামানত	৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ	পে-অর্ডার
৪।	লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি	৪ (চার) হাজার	পে-অর্ডার
৫।	লাইসেন্স নবায়ন ফি	১ (এক) লক্ষ	পে-অর্ডার
৬।	বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করিলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ২ (দুই) হাজার টাকা হারে জরিমানা প্রদেয় হইবে, তবে যে কোনো একটি মেয়াদে জরিমানা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকার অধিক হইবে না	পে-অর্ডার
৭।	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি	৫ (পাঁচ) হাজার	পে-অর্ডার

তফসিল-২

ফরম-১
[বিধি ৩(২) দ্রষ্টব্য]

রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

[মাধ্যম: মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।]

জনাব,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নবর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত কাগজাদিসহ রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলাম, যথা:—

১।	নাম	:
২।	পিতার নাম	:
৩।	মাতার নাম	:
৪।	ঠিকানা-	
	(ক) স্থায়ী	:
	(খ) বর্তমান	:
৫।	জাতীয়তা	:
৬।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:
৭।	যে নামে লাইসেন্স হইবে	:
৮।	প্রতিষ্ঠানের ধরন (স্বত্বাধিকারী/অংশীদারি/কোম্পানি, ইত্যাদি)	:

সংযুক্ত কাগজাদির তালিকা:

(ক) অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা অংশীদার ও অন্যান্য অংশীদারের এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা (প্রত্যেকের নমুনা স্বাক্ষর ও সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ)।

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/সকল অংশীদার/সকল শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক সর্বশেষ অডিটেড ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং বিগত ২ (দুই) বৎসরের কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক।

(গ) রিক্রুটিং এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/সকল অংশীদার/সকল শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক বিগত ২ (দুই) বৎসরের আয়কর রিটার্ন এর সত্যায়িত অনুলিপি এবং আয়কর প্রদান সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি।

(ঘ) কর্মচারীগণের তালিকা।

(ঙ) অফিস ফ্লোর ও লে-আউট পরিকল্পনা এবং সাজ-সরঞ্জাম সুবিধাদির তালিকা।

(চ) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি।

(ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শেয়ার হস্তান্তরের আবেদনের সহিত অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

(জ) আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ বিগত ২ (দুই) বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী।

(ঝ) পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র।

(ঞ) অংশীদারি কারবার বা কোম্পানি হইলে, মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশন এর সত্যায়িত অনুলিপি।

(ট) রিক্রুটিং এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/সকল অংশীদার/সকল শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক তফসিল-২ এর ফরম-৪ মোতাবেক ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা।

(ঠ) শেয়ারহোল্ডার অনিবাসী বাংলাদেশি বা বিদেশি নাগরিক হইলে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র বা অনাপত্তিপত্র।

(ড) মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অনুকূলে প্রদত্ত রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি'র পে-অর্ডার।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্য ও সংযুক্ত কাগজাদি আমার জ্ঞান ও জানামতে সত্য ও সঠিক।

তারিখ:........................ **আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর**

ফরম-২

[বিধি ৪(৫) ও ৭(৪) দ্রষ্টব্য]

রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স

১। লাইসেন্স নম্বর :

২। প্রতিষ্ঠানের নাম :

৩। ব্যবসায়িক ঠিকানা :

৪। স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান / অংশীদারি প্রতিষ্ঠান / কোম্পানি :

৫। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যানের নাম :

৬। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যানের ঠিকানা-

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

৭। স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পাসপোর্ট সাইজের ছবি :

৮। নমুনা স্বাক্ষর :

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী রিক্রুটিং এজেন্সি পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তে লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন করা হইল, যথা:—

শর্তাবলি

(ক) রিক্রুটিং এজেন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে অন্যূন ১০০ (একশত) জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহার মধ্যে অন্যূন ২০ (বিশ) জন কর্মীকে সত্যায়িত চাহিদাপত্রের বিপরীতে প্রেরণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দূর্বিপাক, যেমন- মহামারী, অতিমারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সরকার উক্ত শর্ত শিথিল করিতে পারিবে।

(গ) নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, রিক্রুটিং এজেন্টকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে।

(ঘ) রিক্রুটিং এজেন্টকে, আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে।

(ঙ) লাইসেন্স ইস্যুর/নবায়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(চ) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

তারিখ: ....

মহাপরিচালক
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ফরম-৩

[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

[মাধ্যম: মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।]

জনাব,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স নবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্য ও সংযুক্ত কাগজাদিসহ আবেদন করিলাম, যথা:—

১।	রিক্রুটিং এজেন্টের নাম ও ঠিকানা	:
২।	স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/চেয়ারম্যানের নাম	:
৩।	স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহার বিবরণ	:
৪।	রিক্রুটিং এজেন্টের বিরুদ্ধে কোনো আদালত কর্তৃক কোনোরূপ দণ্ড প্রদান করা হইয়া থাকিলে অথবা সরকার বা ব্যুরো কর্তৃক কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ	:
৫।	আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে বিলম্বের (যদি থাকে) কারণ (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)	:

সংযুক্ত কাগজাদির তালিকা:

(ক) রিক্রুটিং এজেন্টের লাইসেন্সের ফটোকপি।

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাড়ি ভাড়ার চুক্তিনামার কপি ও ভাড়া পরিশোধের রসিদ।

(গ) রিক্রুটিং এজেন্টের বিগত ৩ (তিন) বৎসরের কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন।

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ অডিটেড ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্ট।

(ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিগত ২ (দুই) বৎসরের কর্পোরেট ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের প্রমাণক।

(চ) ব্যুরো কর্তৃক সংরক্ষিত ডাটাবেজ হইতে কর্মী প্লেসমেন্টের প্রমাণক।

(ছ) মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অনুকূলে প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন ফি'র পে-অর্ডার।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনপত্রে উল্লিখিত সকল তথ্য ও সংযুক্ত কাগজাদি আমার জ্ঞান ও জানামতে সত্য ও সঠিক।

তারিখ:----------------------- **আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর**

ফরম-৪
[বিধি ৩(৩) দ্রষ্টব্য]

রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স প্রাপ্তির অঙ্গীকারনামা

আমি............................., পিতা: ...., মাতা: ...., জন্ম তারিখ: ...., স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ....,ডাকঘর:..................,উপজেলা/থানা:...................., জেলা: ...., বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: ...., ডাকঘর: ....,উপজেলা/থানা:..............., জেলা: ...., পেশা: ...., জাতীয়তা: ...., জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .... এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,—

(ক) বিদেশে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক ফি বা অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করিব না।

(খ) কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে অভিবাসী কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন প্রদান করিব না বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিব না।

(গ) নিয়োগকারীর চাহিদাপত্র অনুযায়ী অভিবাসী কর্মী নির্বাচন করিব।

(ঘ) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের কার্যকলাপ এবং অভিবাসী কর্মী নির্বাচন সংক্রান্ত সকল দাবি ও দায়-দায়িত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিব।

(ঙ) লাইসেন্স মঞ্জুর হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিদেশগামী সকল অভিবাসী কর্মীর প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করিব।

(চ) বিদেশ গমনেচ্ছু অভিবাসী কর্মীর নিকট হইতে সকল আর্থিক লেনদেনের রসিদ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিব।

(ছ) নিজ বা পরিবারের কোনো সদস্যের অন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্সিতে কোনো মালিকানা/অংশীদারিত্ব/শেয়ার নেই।

(জ) কোনো মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত বা কর খেলাপী বা ঋণ খেলাপী নই।

(ঝ) লাইসেন্স অনুমোদনের পর প্রস্তাবিত স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/চেয়ারম্যানকে আবশ্যিকভাবে ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত প্রি-লাইসেন্স ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিব।

আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিলাম।

উপরিউক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান, বিশ্বাস ও জানামতে সত্য সঠিক
জানিয়া অদ্য নোটারি পাবলিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই
অঙ্গীকারনামায় আমার নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

____
স্বাক্ষর

তফসিল-৩

ফরম-১
[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

রিক্রুটিং এজেন্ট কর্তৃক সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি নিবন্ধনের আবেদনপত্র

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

[মাধ্যম: মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।]

জনাব,

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স এবং সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১৬(১) এর বিধান অনুযায়ী, আমি ……………......... (রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও আরএল নং) জনাব……………………………..........কে ………………………….এলাকা/এলাকাসমূহে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগের জন্য আবেদন করিতেছি। উক্ত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির তথ্য ও সংযুক্ত কাগজাদি নিম্নরূপ:

নিবন্ধনের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত

১। নাম :

২। পিতার নাম :

৩। মাতার নাম :

৪। স্বামী/স্ত্রীর নাম :

৫। ঠিকানা-

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

৬। ধর্ম :

৭। জাতীয়তা :

৮। জন্ম তারিখ :

৯। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

১০। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) :

১১। মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে) :

১২। প্রবাসে কর্মী হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে) :

১৩। বিদেশে কর্মী প্রেরণের অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে) :

<u>সংযুক্ত কাগজাদির তালিকা:</u>

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি।

(খ) আর্থিক সচ্ছলতার স্বপক্ষে যে কোনো তফসিলি ব্যাংকের প্রত্যয়ন এবং বিগত ১ (এক) বৎসরের ব্যাংক হিসাব বিবরণী।

(গ) পূর্ববর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা প্রত্যয়নপত্র।

(ঘ) আয়কর নিবন্ধন সনদ।

(ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত অনুলিপি।

(চ) তফসিল-৩ এর ফরম-২ অনুযায়ী ৩০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত অঙ্গীকারনামা।

(ছ) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত চুক্তির কপি।

(জ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সনদ বা লাইসেন্স।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, জীবন-বৃত্তান্তে প্রদত্ত তথ্য ও সংযুক্ত কাগজাদি আমার জ্ঞান ও জানামতে সত্য ও সঠিক। আমি কখনো কোনো ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হই নাই।

তারিখ:----------------------- **সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির স্বাক্ষর**

উপরিউক্ত তথ্য ও সংযুক্ত কাগজাদি আমার জ্ঞান ও জানামতে সত্য ও সঠিক মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রত্যয়ন করিতেছি এবং এতৎসঙ্গে -------------------- (রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও আরএল নং) বর্ণিত সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির চুক্তির কপি সংযুক্ত করিলাম।

আবেদনকারী রিক্রুটিং এজেন্টের স্বাক্ষর ও সিলমোহর

ফরম-২

[বিধি ১৬(১)(চ) দ্রষ্টব্য]

সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধির অঙ্গীকারনামা

আমি..............................., পিতা: ...., মাতা: ...., জন্ম তারিখ: ...., স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম:................., ডাকঘর:...................., উপজেলা/থানা:................, জেলা: ...., বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম: ...., ডাকঘর:....................,উপজেলা/থানা:...................,জেলা: ...., পেশা: ...., জাতীয়তা: ...., জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .... এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,—

(ক) আমাকে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে নিবন্ধন প্রদান করিলে আমি অভিবাসন সংক্রান্ত প্রচলিত আইন ও বিধি, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, আদেশ বা নির্দেশ এবং নিবন্ধনের সকল শর্ত মানিয়া চলিব।

(খ) রিক্রুটিং এজেন্টের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করিব।

(গ) সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধির কার্যকারিতা বা সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া আমি সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিব।

(ঘ) সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে প্রাপ্ত নিবন্ধন আমি কোনো অবস্থাতেই কাহারো নিকট হস্তান্তর করিব না।

(ঙ) আমি...................... (রিক্রুটিং এজেন্ট এর নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও লাইসেন্স নং) অধীনে ......এলাকা/এলাকাসমূহের বাহিরে অন্য কোনো এলাকা/এলাকাসমূহে সাব-এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিব না।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে ও অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিলাম।

উপরিউক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান, বিশ্বাস ও জানামতে সত্য সঠিক জানিয়া অদ্য নোটারি পাবলিকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই অঙ্গীকারনামায় আমার নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

____

স্বাক্ষর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাসফিকা হোসেন

সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd